গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
রাজস্ব বাজেট শাখা
www.tmed.gov.bd

গণভোট ২০২৬
সংসদ নির্বাচন
দেশের চাবি
আপনার হাতে

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৪.০২.০২৮.১৮(অংশ)-৫৯

তারিখঃ ২৭ মাঘ ১৪৩২
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা- ২০২৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ-এর পরিচালন বাজেটের আওতায় ১৬০০১০১-১২০০০১৫১৪ কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

২। শিরোনাম: এ নীতিমালা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পরিচালন বাজেটের আওতায় 'কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের অনুদান প্রদান নীতিমালা- ২০২৬' নামে অভিহিত হবে।

৩। পরিধি: এ নীতিমালা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি বরাদ্দের (কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ-এর পরিচালন বাজেটের ১৬০০১০১-১২০০০১৫১৪ কোড) ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে।

৪। সংজ্ঞা: (ক) 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' অর্থ সরকারি/বেসরকারি সংযুক্ত/স্বতন্ত্র, (অনুদানপ্রাপ্ত/ অনুদানবিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও সরকারি/বেসরকারি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(খ) 'শিক্ষক-কর্মচারী' অর্থ সরকারি /বেসরকারি সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদানপ্রাপ্ত /অনুদানবিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ সরকারি/বেসরকারি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী;

(গ) 'শিক্ষার্থী' অর্থ সরকারি/বেসরকারি সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদানপ্রাপ্ত/অনুদানবিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ সরকারি/বেসরকারি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী;

(ঘ) 'জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ' অর্থ ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনি-ব্যাধি, হেপাটাইটিস, ডায়াবেটিস-মেলিটাস, পক্ষাঘাত, বক্ষব্যাধি, জটিল স্ত্রীরোগ, কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত রোগ ও দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত চিকিৎসা;

(ঙ) 'দৈব দুর্ঘটনা' অর্থ দৈব বা দৈবযোগে ঘটা বা আকস্মিক দুর্ঘটনা; এবং

(চ) 'প্রতিবন্ধী' অর্থ যে কোন কারণে দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক/কর্মচারী/ শিক্ষার্থী এবং

৫। অর্থপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাদি:

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার, আসবাবপত্র তৈরী, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয়, প্রতিষ্ঠানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী-বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা এবং পাঠাগারের উন্নয়ন কাজের জন্য সাহায্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবে। কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনগ্রসর এলাকার অসচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান ভাল এরূপ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

খ) শিক্ষক-কর্মচারীগণ তাঁদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ এবং দৈব দুর্ঘটনাজনিত অসুস্থতার জন্য মঞ্জুরির আবেদন করতে পারবেন;

গ) শিক্ষার্থীগণ জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ, দৈব দুর্ঘটনাজনিত অসুস্থতা এবং শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য মঞ্জুরির আবেদন করতে পারবে। তবে এ বিশেষ মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মেধাবী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

(ঘ) প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত 'প্রতিবন্ধী সনদ' সংযুক্ত করতে হবে;

(ঙ) নীতিমালায় উল্লিখিত প্রকৃতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক-কর্মচারী শুধু ০১(এক) বার এ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। ইতোপূর্বে এ খাতের আওতায় সুবিধা প্রাপ্ত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারী পুনরায় আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না । তবে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষা জীবনে ০৩(তিন) বছর পর পর আবেদন করতে পারবে;

(চ) একই সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারী অন্য কোনো সরকারি অনুদান প্রাপ্ত হলে আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তবে ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি বা প্রতিবন্ধী ভাতা এ নীতিমালার আওতামুক্ত থাকবে;

৬। আবেদন প্রেরণ, গ্রহণ এবং যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া:

(ক) বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতি অর্থবছর একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করবে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে । বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখ হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে;

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রাপ্তির জন্য স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক আবেদন করতে হবে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থী ক্যাটাগরিতে অনুদানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত সকল আবেদন আবশ্যিকভাবে মাইগভ প্লাটফর্মে আপলোড করতে হবে।

(গ) আবেদন করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মাইগভ প্লাটফর্মে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত মোবাইল ফোন নম্বর ব্যানবেইসের সর্বশেষ বার্ষিক শিক্ষা জরিপের তথ্য অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রোফাইল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের EIIN নম্বর দিয়ে প্রোফাইল ভেরিফাই/যাচাই করতে হবে (ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা কোড দিয়ে প্রোফাইল ভেরিফাই/যাচাই করতে হবে)। প্রোফাইল সম্পন্ন করার পর মাইগভ-এর হোম পেইজ (https://www.mygov.bd)-এ 'কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক-কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদান' অংশে ক্লিক করলে সেবার তালিকা পাওয়া যাবে। সেবার তালিকা থেকে সেবা বাছাই করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(ঘ) মাইগভ প্লাটফর্মে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এক্সেল ফরম্যাটে ডাটা ফিল্টারিং সম্পাদনপূর্বক ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি যাচাই-বাছাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে (মঞ্জুরিপ্রাপ্তির যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক-কর্মচারী/শিক্ষার্থী) নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত ৫% সুপারিশসহ (হার্ডকপি ও সফটকপি) বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিনিয়র সচিব/সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ-এর মাইগভ প্লাটফর্মে প্রেরণ করবে।

৭। (১) কমিটি গঠন:

০১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
০২	সিভিল সার্জন	সদস্য
০৩	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
০৪	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	সদস্য
০৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য

০৬	স্থানীয় কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ০১ জন(জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত), স্থানীয় সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ০১ জন ও স্থানীয় সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর অধ্যক্ষ ০১ জন	সদস্য
০৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
০৮	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
০৯	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

৭। (২) কমিটির কার্যপরিধি:

ক) অনুচ্ছেদ (৬ক) অনুযায়ী প্রকাশিত অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে মঞ্জুরি প্রাপক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক-কর্মচারী/শিক্ষার্থীর অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতপূর্বক নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত ৫% সুপারিশসহ সিনিয়র সচিব/সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবে।

(৩) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি:

১)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	আহ্বায়ক
২)	যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন-২/মাদ্রাসা/কারিগরি)	সদস্য
৩)	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৪)	মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৫)	পরিচালক,শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৬)	উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব (রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট)	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

ক) নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫- এ বর্ণিত যোগ্যতা ও শর্তাদিরভিত্তিতে (অনুচ্ছেদ ৯, ১০, ১১, ১২ অনুসরণপূর্বক) প্রতিটি জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর প্রাপ্যতা/ সংখ্যা নির্ধারণ করবে এবং জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করবে;

খ) জেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত ও সুপারিশকৃত তালিকা পুন:যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত করবে এবং ফলাফল প্রকাশসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

৮। অর্থ ব্যয়ের পদ্ধতি ও শর্তাদি:

(ক) বরাদ্দ পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি/ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে ব্যয় করতে হবে;

(খ) অর্থ প্রাপ্তির ১ মাসের মধ্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। অর্থ ব্যয়ের ১ (এক) মাসের মধ্যে সম্পাদিত কাজের ছবি, অর্থ ব্যয়ের বিল ভাউচার-এর সত্যায়িত (ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক) কপি এবং কমিটির রেজুলেশনের কপিসহ প্রতিবেদন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(গ) উক্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের অনিয়ম/অব্যবস্থাপনার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রদান করতে হবে;

(ঙ) শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রাপকের নিজ নামে/পিতা-মাতার রেজিস্ট্রার্ড সিমের মোবাইল ফোন নম্বরের বিপরীতে মোবাইল ব্যাংকিং- এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

৯। মঞ্জুরিপ্রাপ্ত অর্থের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন:

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় (কোড নং: ১৬০০১০১-১২০০০১৫১৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি বাবদ অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে বন্টন করা হবে:

	আর্থিক মঞ্জুরি ভোগের ধরণ	
১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১০%
২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী	১৫%
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী	৭৫%

১০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন:

	আর্থিক মঞ্জুরি ভোগের ধরণ	
১	স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদানপ্রাপ্ত/অনুদানবিহীন) এবতেদায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১০%
২	দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪০%
৩	আলিম, এইচএসসি (ভোকেশনাল/বিএমটি), ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪০%
৪	ফাজিল/কামিল/ইঞ্জিনিয়ারিংকলেজ/ তদুর্ধ্ব	১০%

১১। শিক্ষার্থীদের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন:

	আর্থিক মঞ্জুরি ভোগের ধরণ	
১	১ম থেকে ৫ম শ্রেণি	১০%
২	৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি	২০%
৩	৯ম থেকে ১০ম শ্রেণি	৩০%
৪	একাদশ ও দ্বাদশ /ডিপ্লোমা	৩০%
৫	ফাজিল/কামিল/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং /তদুর্ধ্ব	১০%

১২। কোনো ক্যাটাগরিতে যথোপযুক্ত প্রস্তাব পাওয়া না গেলে ঐ ক্যাটাগরির উদ্বৃত্ত অর্থ যে কোনো ক্যাটাগরিতে বিতরণ করা যাবে।

১৩। একক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, একজন শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) এবং একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে (ক) এবতেদায়ী পর্যায়ে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার), (খ) দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) পর্যায়ে ৮,০০০/- (আট হাজার), (গ) আলিম, এইচএসসি (ভোকেশনাল/বিএমটি), ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যায়ে ১০,০০০/- (দশ হাজার), (ঘ) ফাজিল/কামিল/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/তদুর্ধ্ব পর্যায়ে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এককালীন মঞ্জুর করা যাবে।

১৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রদানকৃত অর্থ এককালীন মঞ্জুরি হবে এবং শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদানকৃত অর্থ অনুদান হিসাবে গণ্য হবে।

১৫। নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বিশেষ ক্ষেত্রে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থী/শিক্ষক-কর্মচারী/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ খাত থেকে অর্থ মঞ্জুর করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৬। আবেদন/সুপারিশকে কোনক্রমেই অর্থ প্রাপ্তির অধিকার হিসাবে দাবী করা যাবে না।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১০/০২/২০২৬
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৪.০২.০২৮.১৮(অংশ)-৫৯/১(৬০০)

তারিখঃ ২৭ মাঘ ১৪৩২
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল:-

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ /মাদ্রাসা/ কারিগরি/উন্নয়ন /অডিট ও আইন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা , ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, নিউ বেইল রোড , ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২/কারিগরি/মাদ্রাসা),কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. জেলা প্রশাসক ....(সকল)
৭. সিভিল সার্জন...(সকল)
৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার.......................... (সকল)
১০. চিফ একাউন্টস্ এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
১১. উপপরিচালক (সকল), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
১২. ✓ সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩. জেলা শিক্ষা অফিসার,....................(সকল)।
১৪. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১০/02/২০২৬

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হক)
উপসচিব
ফোন: ২২২৩৩৫৬৩৬১